অদ্য নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত ও আপত্তি শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী ও ১৭ নং বিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ কৌসুলি হাজিরা দাখিল করেছেন।

অতপর নথি নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত শুনানীর জন্য নেওয়া হলো।

নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে বাদী ও ১৭ নং বিবাদীপক্ষের নিয়োজিত আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবন করলাম। আরজি, নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত, অন্যান্য বিষয়াদি সহ ফিরিস্তি সহযোগে দাখিলী দালিলাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

দরখাস্তকারী/বাদী পক্ষের মামলার মূল বক্তব্য এই, নালিশী সম্পত্তির আর এস রেকর্ডীয় মূল মালিক ছিলেন কালী কুমার, রাজকুমার ও হরমোহন। কালী কুমার গত ০৫/০৬/৩৩ ইং তারিখে দলিলমূলে আর এস ৫৪৩ ও ৫২৭ দাগে (৪+৫) = ৯ শতক ভূমি ভগবান চন্দ্র আইচ বরাবর হস্তান্তর করেন। অপর আর এস রেকর্ডী হরমোহন আর এস $\frac{৫২৭}{ক৭৭১}$ দাগে ১১.০০ শতক ও আর এস $\frac{৫৪৩}{ক৭৫১}$ দাগে ৪ শতক ভূমিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় তার লোকান্তরে দুই পুত্র যতীন্দ্র ও মনিন্দ্র ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। পরবর্তীতে তারা আর এস $\frac{৫২৭}{ক৭৭১}$ দাগস্থিত ১০ শতক ভূমি ০৫/০৮/১৯৩৫ ইং তারিখে ২১৭৯নং কবলা মুলে ভগবান চন্দ্র আইচ বরাবর হস্তান্তর করেন। হরমোহনের ওয়ারীশ যতীন্দ্র এবং মনিন্দ্র নাবালক থাকায় তাহার পক্ষে ভ্রাতা যতীন্দ্র নালিশী $\frac{৫৪৩}{ক৭৫১}$ দাগে ৪ শতক সহ অনালিশী ভূমি ১১/০৫/৩৬ ইং তারিখে কালী কৃষ্ণ ভৌমিক বরাবর হস্তান্তর করে। উক্ত কালি কৃষ্ণ মরনে ৪ পুত্র হৃদয় রঞ্জন, ভবরঞ্জন, মনিন্দ্র ও চিত্তরঞ্জন ভৌমিক ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে।

মনিন্দ্র ওয়ারীশবিহীন মারা যায়। হৃদয় রঞ্জন ভৌমিক মারা গেলে পুত্র রাখাল চন্দ্র, ভবরঞ্জন মারা গেলে ২ পুত্র হরিসাধন ভৌমিক ও পিযুষ কান্তি ভৌমিক এবং চিত্তরঞ্জন মারা গেলে পুত্র প্রদীপ চন্দ্র ভৌমিক প্রাপ্ত হয়। উক্ত রাখাল চন্দ্র , হরিসাধন ও পিযুষ কান্তি $\frac{৫৪৩}{ক৭৫১}$ দাগের ভূমি ১৬/১০/১৯৯৬ তারিখে ৬০৯৩ নং দলিল মূলে বাদীর পিতা কৃষ্ণ কুমার আইচ বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রদীপ চন্দ্র তাহার স্বত্বাংশীয় বিরোধীয় $\frac{৫৪৩}{ক৭৫১}$ দাগের ভূমি ২৪/০৬/২০১০ ইং তারিখে ৬০৯৩ নং দলিল মূলে বাদীর বরাবর হস্তান্তর করে।

ভগবান আইচ তফসিলী সম্পত্তি ভোগদখলে থাকাবস্থায় মরনে এক পুত্র কৃষ্ণ পদ আইচ প্রাপ্ত হয়। তার মৃত্যুতে একমাত্র পুত্র বাদী পায়। এভাবে বাদী নালিশী সম্পত্তি মৌরশী ও খরিদ সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার হন। সম্প্রতি বাদী স্থানীয় ভূমি অফিসে গিয়ে জানতে পারেন যে, বাদীর পূর্ববর্তীর নামে বি এস রেকর্ড ভুল হয়েছে। নালিশী বি এস ২০৯ নং খতিয়ানে বাদীর পিতার প্রাপ্য অংশের চেয়ে কম অংশ লিপি হয়েছে যা ভুল ও অশুদ্ধ। এদিকে বিবাদীদের পূর্ববর্তীর নামে অংশাতিরিক্ত লিপি হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বিরোধীয় দাগের অংশ বিশেষ এল এ মামলা নং ৩০/২০১৬-১৭ মূলে সরকার অধিগ্রহন করেছে। বর্তমানে ভুল বি এস রেকর্ডের সুযোগে ১৭ নং বিবাদী অথবা তার নিযুক্তীয় আ-মোক্তার সম্পূর্ন অন্যায় লাভের আশায় ২০ ও ২১ নং বিবাদীর দপ্তর হতে সু-কৌশলে ক্ষতিপূরনের টাকা উত্তোলনের পায়তারা করছে। অত্র মামলায় বিরোধীয় ভূমির মালিকানার বিষয়টি চুড়ান্ত নিস্পত্তির পূর্বেই বিবাদীপক্ষ ক্ষতিপূরনের টাকা উত্তোলনে সমর্থ হলে, অত্র বাদীগণ অপূরনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হইবে। তদপ্রেক্ষিতে বাদীপক্ষ অত্র অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেছেন।

বাদীপক্ষ তার দাবির সমর্থনে আর এস ১৬২ নং খতিয়ান, বি এস ২০৯ নং খতিয়ান, ০৫/০৬/১৯৩৩ ইং তারিখের ৮৯৯ নং কবলা , ০৫/০৮/১৯৩৩ তারিখের ২১৭৯ নং কবলা, ১১/০৫/১৯৩৬ ইং তারিখের ৮৩৫ নং কবলা, ১৬/১০/১৯৯৬ ইং তারিখের ৬০৯৩ নং কবলার ২৪/০৬/২০১০ ইং তারিখের ২৭৮৭ নং কবলার ফটোকপি দাখিল করেছেন।

অত্র মামলার ১৭ নং বিবাদী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল পূর্বক নিবেদন করেন যে দরখাস্তকারীর নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তে নালিশের কোন হেতু নেই; নালিশী তফসিলের ভুমিতে অত্র প্রতিপক্ষ স্বত্ববান ও দখলকার হয়, অপরদিকে বাদী নিঃস্বত্ববান হয়। নালিশী তফসিলের ভুমি এল এ মামলা নং ৩০/২০১৬-১৭ মূলে সরকার অধিগ্রহন করেছে। নালিশী ভুমি সরকারের দখলে চলে যাওয়ায় অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আইনত অচল। তাছাড়া সরকার নালিশী ভুমির ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য অত্র বিবাদী বরাবর নোটিশ প্রদান করেছে। কিন্তু বাদীর অত্র মামলার কারনে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হয়নি।

অত্র বিবাদী/প্রতিপক্ষের মূল বক্তব্য এই, নালিশী তফসিলোক্ত সম্পত্তির মূল মালিক আর এস রেকর্ডী পেঠান চন্দ্রের তিন পুত্র কালী কুমার, রাজ কুমার ও হরকুমার। তাদের নামে শুদ্ধরুপে আর এস খতিয়ান লিপি আছে। তারা প্রত্যেকে নালিশী দাগে $\frac{১}{৩}$ অংশের মালিক হয়। কালী কুমার মরনে পুত্র যোগেন্দ্র দে এবং যোগেন্দ্র দে মরনে ১৭ নং বিবাদী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। অত্র বিবাদী নালিশী প্রত্যেক দাগে সম্পূর্ন অংশ প্রাপ্ত হয়। নালিশী তফসিলের ভুমিতে অত্র বিবাদী তামাদির উর্ধ্বকাল যাবত ভোগদখল করে আসছে। নালিশী তফসিলোক্ত ভুমি সংক্রান্তে বি এস খতিয়ান শুদ্ধ ও সঠিক। নালিশী ভুমিতে বাদীর বা তৎ পূর্ববর্তীর কোন প্রকার স্বত্ব স্বার্থ ছিল না বিধায় তাদের নামে বি এস জরিপ হয়নি। বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকুলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

বাদীপক্ষের দাখিলী অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, লিখিত আপত্তি, দাখিলীয় কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

উভয়পক্ষের স্বীকৃতমতে, নালিশী সম্পত্তির আর এস রেকর্ডীয় মূল মালিক ০৩ ভ্রাতা কালী কুমার, রাজকুমার ও হরমোহন। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় বন্দর মৌজার আর এস-১৬২ নং খতিয়ান হতে

দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানে তারা তিন জনে $\frac{১}{৩}$ অংশ করে মালিক ছিলেন। বাদীপক্ষে দাখিলী ৫/৬/১৯৩৩ ইং তারিখের ৫৯৯ নং দলিল দৃষ্টে কালী কুমার তার দখলী নালিশী আর এস ৫৪৩ ও ৫২৭ দাগে (৪+৫) = ৯ শতক ভূমি ভগবান চন্দ্র আইচ বরাবর হস্তান্তর করেন। আর এস ১৬২ খতিয়ান দৃষ্টে হরমোহন আর এস $\frac{৫২৭}{ক৭৭১}$ দাগে ১১.০০ শতক ও আর এস $\frac{৫৪৩}{ক৭৫১}$ দাগে ৪ শতক ভূমিতে ভোগদখলে ছিলেন। তার লোকান্তরে দুই পুত্র যতীন্দ্র ও মনিন্দ্র আর এস $\frac{৫২৭}{ক৭৭১}$ দাগস্থিত ১০ শতক ভূমি ০৫/০৮/১৯৩৫ ইং তারিখে ২১৭৯নং কবলা মুলে ভগবান চন্দ্র আইচ বরাবর হস্তান্তর করেন।

বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় ১১/০৫/৩৬ ইং তারিখের ৮৩৫ নং দলিল দৃষ্টে, যতীন্দ্র এবং নাবালক মনিন্দ্র পক্ষে ভ্রাতা যতীন্দ্র নালিশী $\frac{৫৪৩}{ক৭৫১}$ দাগে ৪ শতক কালী কৃষ্ণ ভৌমিক বরাবর হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে উক্ত কালি কৃষ্ণের জের ওয়ারীশগণ যথা রাখাল চন্দ্র , হরিসাধন ও পিযুষ কান্তি $\frac{৫৪৩}{ক৭৫১}$ দাগের উক্ত ৪ শতক ভূমি ১৬/১০/১৯৯৬ তারিখে ৬০৯৩ নং দলিল মূলে বাদীর পিতা কৃষ্ণ কুমার আইচ বরাবর হস্তান্তর করেন। এছাড়া প্রদীপ চন্দ্র তাহার স্বত্বাংশীয় বিরোধীয় $\frac{৫৪৩}{ক৭৫১}$ দাগের ১ শতক ভূমি ২৪/০৬/২০১০ ইং তারিখে ৬০৯৩ নং দলিল মূলে বাদীর বরাবর হস্তান্তর করে।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীর পিতামহ ভগবান চন্দ্র আইচ নালিশী আর এস ১৬২ খতিয়ানে দুই কবলা মুলে নালিশী আর এস ৫৪৩ ও ৫২৭ দাগের ৯ শতক এবং $\frac{৫২৭}{ক৭৭১}$ দাগে ১০ শতক সহ মোট ১৯ শতক ভূমি খরিদ করেছিলেন। তৎপরবর্তীতে ১৯৯৬ সনে বাদীর পিতা কৃষ্ণ কুমার আইচ $\frac{৫৪৩}{ক৭৫১}$ দাগের ৪ শতক ভূমি খরিদ করেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত দাগে আর কোন ভূমি অবশিষ্ট না থাকলেও বাদী পুনরায় ২০১০ সনে আরো ১ শতক ভূমি প্রদীপ চন্দ্র থেকে খরিদ করে নেন। প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী খতিয়ানের মোট ৪২ শতক সম্পত্তির মধ্যে বাদীর পূর্ববর্তীরা সর্বমোট ২৩ শতক ভূমি খরিদসূত্রে স্বত্ববান হন।

অপরদিকে অত্র মামলার ১৭ নং প্রতিপক্ষ কালিকুমার এর নাতী হয়। উক্ত কালি কুমার নালিশী খতিয়ানে তাহার স্বত্ব দখলীয় ৪৯২, ৫৪৩, ৫২৭ দাগের ১২ শতক ভূমির মধ্যে ৫৪৩ ও ৫২৭ দাগে ৯ শতক ভূমি ১৯৩৩ ইং সনে বাদীর পিতামহ ভগবান চন্দ্রের নিকট হস্তান্তর করেন। সুতরাং নালিশী প্রত্যেক দাগে উক্ত বিবাদী সম্পূর্ন অংশে দাবিদার হন মর্মে যে দাবি করেছেন তা সত্য নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী খতিয়ানে বাদীর পূর্ববর্তীরা ২৩ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার ছিলেন। বাদীর পিতা কৃষ্ণপদ ভগবান চন্দ্রের ত্যজ্যবিত্তে মালিক হওয়া স্বত্বেও বি এস

২০৯ নং খতিয়ানে তার নামে মাত্র /১২ গন্ডা ভূমি রেকর্ড হয়েছে, যা আপাতদৃষ্টে ভুল ও অশুদ্ধ মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় অত্র মামলায় বাদীপক্ষের strong prima facie কেস আছে মর্মে প্রতীয়মান।

বাদীপক্ষ অত্র মামলার ২০/২১ নং বিবাদীগনের বিরুদ্ধে, অত্র মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত এল এ মামলা নং ৩০/২০১৬-১৭ তে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ কিংবা আনুষাঙ্গিক ক্ষতিপূরনের টাকা ২০/২১ নং বিবাদী যাতে ১৭ নং বিবাদী কিংবা তাহার নিযুক্তীয় আম-মোক্তার কিংবা অন্য কারো বরাবরে বিতরণ করতে না পারে, তৎমর্মে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন।

বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি শুনানীকালে নিবেদন করেন যে, যেহেতু নালিশী সম্পত্তি সরকার অধিগ্রহন করেছে সুতরাং অত্র মামলাটি **স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহন ও হুকুমদখল আইন ২০১৭** এর ধারা ৪৬ ও ৪৭ দ্বারা বারিত। অত্র আদালতে অত্র মামলা চলার কোন সুযোগ নেই এবং এরুপ মামলায় কোন ধরনের নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনাও মঞ্জুর করা যাবে না।

অপরদিকে বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, বাদী তর্কিত এল এ প্রসিডিং এর কোন কার্যধারা অথবা গৃহীত কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অত্র মামলায় চ্যালেঞ্জ করেননি। বাদী শুধুমাত্র অধিগ্রহনকৃত ভূমিতে বিবাদীপক্ষের স্বত্ব অস্বীকারে এবং তাহার পরিপূর্ণ স্বত্ব স্বার্থ রহিয়াছে মর্মে ঘোষনার প্রার্থনায় অত্র মামলা দায়ের করেছেন। বিজ্ঞ কৌসুলি Jamal Ahmed Vs Humayun Kabir reported in 19 BLC, (2014) HCD ,179 মামলায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে অত্র মামলা চলতে বাধা নেই মর্মে নিবেদন করেন।

উভয়পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনার পূর্বে **স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহন ও হুকুমদখল আইন ২০১৭** এর ধারা ৪৬ ও ৪৭ দেখে নেওয়া যাক।

ধারা ৪৬ ঃ সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষন : - এই আইন বা তদধীন প্রনীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের জন্য কোন ব্যাক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা গ্রহন করা যাইবে না।

ধারা ৪৭ ঃ মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ :- আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন বা তদধীন প্রনীত বিধির অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে , এই আইনের অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহন ব্যাতীত, অন্য কোন আদালতে কোন প্রকার মামলা দায়ের বা আরজি পেশ করা যাইবে না এবং কোন আদালত উক্তরুপ কোন আদেশ বা ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন প্রকার আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারিবে না।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলির বক্তব্য ও উচ্চাদালতের গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করিলাম। মামলার আরজি ও দরখাস্ত পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বাদী অত্র মামলায় নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত এল এ ৩০/২০১৬-২০১৭ নং মামলার অধিগ্রহন কার্যধারা অথবা জেলা প্রশাসক কৃর্তক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ বিষয়ক কোন কিছুই অত্র মামলায় চ্যালেঞ্জ করেননি। বাদীপক্ষ

শুধুমাত্র নালিশী সম্পত্তিতে অর্থাত অধিগ্রহনকৃত ভুমিতে বিবাদীপক্ষের স্বত্ব কে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং নালিশী সম্পত্তিতে তাহার স্বত্বের ঘোষনায় অত্র মামলা আনয়ন করেছেন। Jamal Ahmed Vs Humayun Kabir মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ এরুপ সিদ্বান্ত দিয়েছেন যে " LA proceeding cannot be challenged in civil jurisdiction but the title of the parties who are entitled to compensation that can be decided by civil court." যেহেতু অত্র মামলাটি স্বত্বের ও বি এস রেকর্ড ভুল ঘোষনায় আনীত সুতরাং অত্র মামলা চলতে কোনরুপ বাধা নেই বলে আমি বিবেচনা করি।

সার্বিক বিবেচনায় অত্র দরখাস্ত **স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহন ও হুকুমদখল আইন ২০১৭** এর ধারা ৪৬ ও ৪৭ মোতাবেক বারিত নয় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

ভুমি অধিগ্রহন শাখা, চট্টগ্রাম কর্তৃক এল এ মামলা নং ৩০/২০১৬-২০১৭ এর শুনানীর নোটিশ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বি এস ২০৯ নম্বর খতিয়ানের ১২৮৮ দাগ আন্দরে ১১ শতক ভুমি সরকার অধিগ্রহন করেছে। উক্ত ১১ শতকের মধ্যে ১০ শতক ভুমিতে বাদী ওয়ারীশসূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার হন। এ অবস্থায় যদি ১৭ নং বিবাদী কিংবা তাহার নিযুক্তীয় আম-মোক্তার উক্ত অধিগ্রহনকৃত ভুমির ক্ষতিপূরনের টাকা উত্তোলন করে ফেলেন, তাহলে বাদীপক্ষ অপূরনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হইবে মর্মে প্রতীয়মান হয়। যেহেতু অত্র মামলায় মামলায় বাদীপক্ষের প্রাইমা ফেসী কেস বিদ্যমান আছে এবং তুলনামুলক সুবিধা ও অসুবিধার পাল্লা বাদীপক্ষের অনুকুলে রয়েছে, সেহেতু অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত ন্যায় বিচারের স্বার্থে মঞ্জুরযোগ্য বিবেচনা করি।

অতএব

আদেশ হয় যে,

বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী গত ০১/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে মঞ্জুর করা হলো।

এতদ্বারা অত্র মামলার ১৭ নং বিবাদী কিংবা তাহার আম-মোক্তার মোঃ ওসমান পিতা- ইমাম হোসেন, সাং-সাহাদাতনগর, ডাকঘর- মহালখান বাজার , থানা- কর্নফুলী জেলা চট্টগ্রাম কে অত্র মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত এল এ মামলা নং ৩০/২০১৬-১৭ তে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ কিংবা আনুষাঙ্গিক ক্ষতিপূরনের টাকা ২০/২১ নং বিবাদীগণের কার্যালয় হতে উত্তোলন করা হতে নিবৃত করা হলো।

একইসাথে ২০/২১ নং বিবাদীগণকেও অত্র মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এল এ মামলা নং ৩০/২০১৬-১৭ তে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ কিংবা আনুষাঙ্গিক ক্ষতিপূরনের টাকা ১৭ নং বিবাদী কিংবা তাহার নিযুক্তীয় আম-মোক্তার অথবা অন্য কারো বরাবরে বিতরণ করা হতে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মামলার উভয়পক্ষকে অত্র মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় ও আন্তরিক সহোযোগিতার তাগিদ প্রদান করা হলো।

আদেশের অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ১৭/২০/২১ নং বিবাদীগণ বরাবর প্রেরণ করা হোক।